দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

আমরা হাঁটিতেছি উল্টা পথে

বিদ্যার আধার গ্রন্থাগার নিজেই এখন আঁধারে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই পাঠকক্ষের পরিসর সন্তোষজনক নহে। অভাব রহিয়াছে চেয়ার-টেবিলসমেত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের। নাই ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, স্ক্যানারের মত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এমনকী সংকট রহিয়াছে গ্রন্থ অনুসন্ধানে সহায়ক গ্রন্থাগারিকেরও। অনেক পাঠাগারে রহিয়াছে ক্যাটালগেরও অভাব। থাকিলেও তাহা হালনাগাদ করা হয় না। আর সকল কিছু ছাপাইয়া গিয়াছে গ্রন্থের স্বল্পতা। অথচ একসময় মুক্তবুদ্ধি চর্চা, বই-পত্রিকাপ্রেমী পাঠক ও কবি-লেখকদের মিলনস্থল ছিল এইসকল গ্রন্থাগার। আর এখন আলোর মানুষ গড়িবার কারিগরতুল্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে অযত্ন-অবহেলায়।

উন্নত বিশ্বে এমন দৃশ্য প্রায়শই দেখা যায় যে, দূরপাল্লার কোনো অফিসগামী যাত্রী বই পড়িতেছেন চলতি পথে। শিক্ষিত ও উন্নত দেশের মানুষের কাছে বই ও গ্রন্থাগার জীবনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত। কিন্তু আমরা উন্নত জাতি হইতে চাহিলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাঁটিতেছি উল্টা পথে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা যাচাইয়ে কয়েকটি প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি জরিপ চালাইয়াছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। জরিপকৃত প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের ৬০ শতাংশ গ্রন্থাগারেই বসিবার জায়গা অপ্রতুল। ২১ শতাংশ গ্রন্থাগারে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে রহিয়াছে ৭৪ শতাংশ গ্রন্থাগার। কাঙ্ক্ষিত মানের টয়লেট সুবিধা নাই ৪৪ শতাংশ গ্রন্থাগারে। আলাদা পাঠকক্ষেরও ব্যবস্থা নাই অনেক জায়গায়। এই ধরনের ব্যবস্থা রহিয়াছে মাত্র ৪৮ শতাংশ গ্রন্থাগারে। আর পৃথক হলরুম ও সভাকক্ষ লইয়া কার্যক্রম চালাইতেছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ গ্রন্থাগার। জরিপে অংশ নেওয়া ৬৩ শতাংশ ব্যবহারকারীর মতে, বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহ এখনো প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নের বাহিরে রহিয়াছে। অন্যদিকে প্রায় অর্ধেক ব্যবহারকারীর মতে, গ্রন্থাগার সেবার মান কাঙ্ক্ষিত মানের নহে। বর্তমানে দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ৬৮টি। ইহার বাহিরে বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগার রহিয়াছে ১ হাজার ৬০৩টি এবং এনজিও পরিচালিত আরো ৩ হাজার ৫৯৬টি। গ্রন্থাগারের মানোন্নয়নের প্রশ্নে জানা যায়, জাতীয় বাজেটের সামান্যই এই খাতে বরাদ্দ থাকে। আবার বরাদ্দকৃত অর্থের বেশিরভাগই ব্যয় হয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে। আর শেষাবধি গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ থাকে প্রায় শূন্যের কোটায়।

অনেকেই এই ভাবনা পোষণ করেন যে, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলির কারণে পাঠাভ্যাস হ্রাস পাইতেছে। বাস্তবতা হইল, অনেক গবেষণাতেই দেখা যাইতেছে—ইন্টারনেটের কারণে বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে মানুষের পাঠাভ্যাস। এই বিশ্ব যতই ডিজিটাল হইয়া উঠুক, গ্রন্থের কোনো বিকল্প নাই। তেমনি বিকল্প নাই গ্রন্থাগারেরও। তাহার আধুনিকায়ন প্রয়োজন বটে। কিন্তু অবহেলা কাম্য নহে। তাহা ছাড়া গ্রন্থাগার সেবার মানোন্নয়নে এখনো কোনো ধরনের জাতীয় নীতিমালা গৃহীত হয় নাই। যদিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন, পাঠক আকৃষ্ট করিতে গ্রন্থাগারগুলির সেবার মানোন্নয়নে কাজ চলিতেছে। অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে অনলাইন লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। তাহা ছাড়া, প্রান্তিক পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য দেশের ১৫৫টি উপজেলায় পাবলিক লাইব্রেরি করিবার একটি প্রস্তাবনাও সরকারের নিকট পাঠানো হইয়াছে। এই সকল উন্নয়ন কার্যক্রম যাহাতে হিমঘরে চলিয়া না যায়, তাহার ব্যাপারে সরকারকে আন্তরিক হইতে হইবে।